দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

নবম-দশম শ্রেণী
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সকল বই সংশোধন ও পাঠদান নিশ্চিত করা হয়েছে
-শিক্ষা মন্ত্রণালয়

□ স্টাফ রিপোর্টার

নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের সকল বই সংশোধন ও পাঠদান নিশ্চিত করা হয়েছে। গতকাল (বুধবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকায়

পৃঃ ১৫ কঃ ৩

নবম-দশম শ্রেণী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে ১৫নং লাইনে ৫নং ক্রমিকের লাইনটি ভুলভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রকৃত বাক্যটি হবে- আল্লাহ ব্যতীত দেবদেবীর বা অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া। ইংরেজি ভার্সনে বিষয়টি সঠিকভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে আছে- 'To eat the meat of animals sacrificed or butchered, in the name of gods or goddesses except that of Allah.' মুদ্রণজনিত ভুলের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে অতীব জরুরিভিত্তিতে তা সংশোধনের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়। সংশোধনী অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃপক্ষ শিঃ উঃ ২৪২/২০১৩/৮১ নং স্মারকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে তার অনুলিপি মাউশি'র সকল উপ-পরিচালক, সকল জেলা শিক্ষা অফিসার ও সকল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে দেয়া হয়। মাউশি কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বাস্তবায়ন করেছে। সারাদেশের শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেয়া নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সকল বই সাথে সাথেই সংশোধন করে সংশোধনী অনুযায়ী পাঠদান নিশ্চিত করেছে। ই-বুক ও ওয়েবসাইটে উক্ত বইয়ের সংশ্লিষ্ট লাইনটিও সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে কারণ অনুসন্ধান এবং দায়ীদের চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক)-কে আহ্বায়ক করে দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কাজ চলছে। শিগগিরই কমিটি তাদের প্রতিবেদন প্রদান করবে।